পঞ্চস্বাদ

জ্যোৎস্না মন্ডল

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
নারী	৩
ভালোবাসা	৪
পরিযায়ী শ্রমিক	৫
তত্ত্বকথা	৬
উড়াল পাখি	৭
জীবনের উপলব্ধি	৮
জীবন দর্শন	৯
ফাগুন চাইলে	১০
আমফানের দাপটে	১১
মন যমুনায় ভাসি	১৩
খোলা হাওয়ায়	১৪
সহজ পথে	১৫
সময় শিক্ষাগুরু	১৬
গুরু	১৭
আত্মবিশ্বাস	১৮
বিফল মনোরথ	১৯
বোধহীন জনঅরণ্য	২০
সৃষ্টিকর্তা	২১
নতুন সকাল	২২
মানুষকে চেনো	২৩
ধ্বংস	২৪
সহনীয়তা	২৫
দুজনে ভাসি	২৬
অনুভূতি	২৭
পথিক	২৮

BANGLADARSHAN.COM

নারী

আমি নারী
আমি কিনা পারি,
আগুনে পোড়ালেও আমি
দহন জ্বালা সইতে পারি।

জলে নিক্ষেপ করলেও
ভাসে জীবন তরী,
মাটিতে পুঁতে দিলেও
মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুরে বাড়ি।

নদীর প্লাবনে ভেসে যাইনি
আমি সাহসী নারী,
আগুনে ঝলসে ওঠে না
শক্ত প্রাণের দড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা

কথা দিয়েছিলে আজ আসবে তুমি,
আকাশের পূর্ণিমা চাঁদ,
তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল,
নদীর জল বলেছিল
কুলু কুলু শব্দে ধ্বনিত করবে আকাশ বাতাস।

দুপুরের নিঃশব্দতা ভেঙে গাঙচিল ডাকার আওয়াজ
প্রাণে জল আনে,
এসেছো রামধনু রঙ হাতের মুঠোয় করে,
পরিয়ে দিলে শূন্য সিঁথিতে,
আগেই পেয়েছি তোমার আসার আভাস।

BANGLADARSHAN.COM

পরিযায়ী শ্রমিক

আবাল বৃদ্ধ বণিতা চলেছে পায়ে পায়ে
মাইলের পর মাইল,
পেটের ক্ষুধা মরে গেছে অজান্তে,
শুধু একটা চিন্তাকে সম্বল করে এগিয়ে চলেছে,
বাড়ী ফিরতে হবে পরিজনদের কাছে,
বাঁচতে হবে তাকে.....
ফিরতে হবে তাকে.....
এরা পরিযায়ী শ্রমিক
আমাদের দেশের সম্পদ॥

কত প্রাণ গেল রেল লাইনে,
কত প্রাণ গেল ক্ষুধার জ্বালায়,
কত প্রাণ গেল রৌদ্রের খরা তাপের দহনে,
কত প্রাণ গেল পরিশ্রান্ত হয়ে পথের বাঁকে,
এরা পরিযায়ী শ্রমিক
আমাদের দেশের সম্পদ॥

BANGLADARSHAN.COM

তত্ত্বকথা

বিশ্বাস আর নিঃশ্বাস
দুটোই খুব মূল্যবান,
একবার চলে গেলে
আর ফিরে আসে না।
বন্ধু আর মনের মানুষ
দুজনকেই প্রয়োজন,
সারা জীবন খুঁজতে খুঁজতে
আজ আর ক্লান্ত হই না।
আনন্দ আর মহাতৃপ্তি
দুটোই আসে ধীরে,
অতি দ্রুত পলায়ন করে
আটকে রাখা যায় না।

BANGLADARSHAN.COM

ভোগ আর উপভোগ
কখনোই এক নয়,
নিজে খেলে মহাভোগী
ভাগে উপভোগ হয়।
ধন জন আর যৌবন
চিরস্থায়ী নয়,
মন প্রসারিত যার
সবার মনের মানুষ হয়।
আসা যাওয়ার পথের মাঝে
দু দিনের পরিচয়,
ভেবে দেখ এ সংসারে
কেউ কারো নয়।

উড়াল পাখি

আমার ভাঙ্গা ঘরে
ঢুকতে গিয়ে দেখি,
একজন বসে আছে ঐ ঘরেতে
কান্ডখানা সেকি।

চুরি করে ধরা দেয়না
প্রাণের দরদী রে,
নিশ্চিন্তে বসে আছে
আমার ভাঙ্গা ঘরে,
খড়ের ছাউনি উড়ে গেছে
দিতে চাইনি ফাঁকি।

নিজে মানুষ না হয়ে
মনের মানুষ খুঁজি রে,
দরদী মন সেতু বান্ধে
মানুষ বানায় মোরে,
শূন্য ঘরে একলা ছিলাম
আজ মন যে উড়াল পাখি।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের উপলব্ধি

জন্মের সাথে অগোচরে
মৃত্যুর দিন লেখা,
জীবন যুদ্ধে লড়তে লড়তে
নিত্য বাঁচতে শেখা।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
চুপটি করে থাকে,
কোনো একটা বাহানা করে
উড়ে যাবে ফাঁকে।

নিত্য বসে ভাবি সদাই
করছি কেন মায়া,
ভবনদী পার হতে হবে
ছাড়ি সুখের কায়া।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন দর্শন

বর্জন ছাড়া কোনো কিছু
অর্জন করা অসম্ভব,
দিন বদল হয় প্রতিদিন প্রকৃতির নিয়মে,
কিন্তু সুযোগ বুঝে মানুষ
কেমন যেন বদলে যায় মুহূর্তে,
এ সমাজ মূর্খ লোকের জন্য
নষ্ট হয়ে যায় না,
নষ্ট হয় শিক্ষিত মানুষের মূর্খামির জন্য,
বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন
বিদ্যা আভরণে আর শিক্ষা আচরণে।

ঠিকমতো চাইলে তা তুমি একদিন পাবেই,
না পেলে বুঝতে হবে সময়টা খারাপ,
জীবনটা কখনই নয়.....
সঙ্কীর্ণতার খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে এলে
সমুদ্রের বিশালত্বে অবগাহন করা যায়
এক নিমেষে,
মেরুদন্ড সোজা করে
মাথা উঁচু করে বাঁচতে হয়,
অযথা মাথা নিচু করলে
তোমাকে মাটির সাথে
মিশিয়ে দেবে জনে জনে॥

BANGLADARSHAN.COM

ফাগুন চাইলে

ফাগুন চাইলে গো তুমি
দিলাম তোমায় মনের আগুন,
বাতাসে উড়াই অঞ্চল
মনেতে ভীষণ প্লাবন॥

মেঘের ভেলায় দিলাম পাড়ি
ভালোবাসার নেশায়,
উদাস মন তোমায় খোঁজে
দূরের ঐ নীলিমায়॥

মন আঙিনায় ফুল ফুটেছে
পাখিরা গায় গান,
নদীর জল তরঙ্গ খেলায়
আকুল করে প্রাণ॥

BANGLADARSHAN.COM

আমফানের দাপটে

জলের নীচে আজও মেলে
হাজার হাজার প্রাণের মেলা,
স্বপ্ন সৌধ ভেসে যায় জলের স্রোতে
অতর্কিতে রাতের বেলা,
চারিদিকে শুধু শূন্যতা আর হাহাকার।

বুক জলে হেঁটে গিয়ে
ত্রাণ শিবিরে খাবার আনা,
নিত্য দিনের জলের মধ্যে
বেঁচে থাকতে নেই মানা,
বাচ্চাগুলো জলের মধ্যেই
নাচতে থাকে পেয়ে খাবার।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষুধার জ্বালায় পেটের মধ্যে
মোচড় মারে বারে বারে,
আগুন জ্বলেনা, ভাত বসেনা
জলের ঢেউ এ ক্ষুধা বাড়ে,
দূরের পানে চেয়ে দেখি
আসছে কারা করতে পার।

জলের নিচে ফসল কাঁদে
রাস্তা পুকুর সব জলময়,
আকাশে চাঁদ আর আসে না
বাংলার প্রকৃতি শুধুই গদ্যময়,
নদীর ভাঙা বাঁধের জল
সব কেড়ে নিল আবার।

বাঁচার আশায় দিন গোনা
নতুন করে স্বপ্নোদয়,
আঙিনাতে খেলবে সন্তান

হবে ভোরের সূর্যোদয়,
সোনার ফসল তুলবে ঘরে
আসবে সেদিন আবার।

BANGLADARSHAN.COM

মন যমুনায় ভাসি

আকাশে আজ রঙের খেলা
চলছে সারাদিন,
সূর্য মেঘের লুকোচুরি খেলা
দেখতে বেশ লাগে যেন,
ক্ষণিক আবেগের উপলব্ধি
মাঝ দরিয়ার স্থির জলে ভাসে।

কবিতা গুলো রঙিন প্রজাপতির মতো
উড়ে যায় দূরের ঐ নীল নীলিমায়
নতুন ভাবে বাঁচার আশে।

মনের বাঁধন আরো শক্ত যেন
জীবন বোধের পথে,
রক্তিম আকাশ, সুনীল সাগর
এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখায়
থাকতে চায় আমার একান্ত পাশে।

BANGLADARSHAN.COM

খোলা হাওয়ায়

একটু খানি হারিয়ে
একটু খানি পাওয়া,
নিয়মিত চলতে থাকে
খুশির আসা-যাওয়া।

কিছু স্মৃতি ভুলে আবার
নতুন স্মৃতি রোপণ,
তাল মিলিয়ে চলতে হবে
এরই নাম জীবন।

কালো মেঘ সরে গিয়ে
সূর্য ওঠে পুব গগনে,
আকাশ ভরে চাঁদের আলোয়
রূপোলী আলো মোর উঠোনে।

BANGLADARSHAN.COM

বাতাস বয় প্রাণের ছন্দে
প্রেমের সাগর দেয় দোলা,
মন মাঝি আজ মাঝ দরিয়ায়
জীবন নদী খোলা।

রামধনুর সাত রঙেতে
মনের ক্যানভাস সাজে,
চৈতী রাতে নিঝুম নিশীথে
পাগল মন তোমায় খোঁজে।

সহজ পথে

সমস্যার সমুদ্রে ডুবে থেকে
অযথা আতঙ্কিত হয়োনা,
ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখে
জীবন পাড়ি দিতে ভুলোনা॥

জীবনপথে ধাক্কা খাওয়া
ঘুমের মতোই অপরিহার্য,
অভিজ্ঞতা বাঁচতে শেখায়
কঠিন সত্য শিরোধার্য॥

ঈশ্বরই পারেন রক্ষা করতে
জীবন সমুদ্রে সাঁতার শেখাতে,
ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতা বাড়াও
আত্মশক্তি দিশা দেখাবে সহজ পথে।

BANGLADARSHAN.COM

সহজ মনে দিব্যজ্ঞানে
অমূল্যধন লও গো চিনে,
মানুষ হয়ে মানুষ ভজে
বিধাতারে লও গো জিনে॥

সময় শিক্ষাগুরু

সময় আর মানুষের সম্পর্ক
অনেকটা গুরু শিষ্যর মতন,
সময় মানুষকে কত কিছু শেখায়,
সময়ের থেকে শিখতে হবে
যা কিছু নিত্য নতুন।

ভুল করেই জানা যায়
শত কোটি জ্ঞান ভান্ডার,
সরলভাবে চলার পথে
নতুন স্বপ্ন দেখায় বাঁচার।

প্রতিদিনের চাওয়া পাওয়ার
হিসেব না হয় নাই বা মিলুক,
মুহূর্তগুলো বড়ই দামী
জ্ঞান বাড়িয়ে সময় কাটুক।

BANGLADARSHAN.COM

গুরু

কাল যেদিন চলে গেছে
তাকে নিয়ে ভেবোনা,
আজকের দিনটা উপভোগ করো
অন্তরের গভীরতা দিয়ে,
কাল কেমন দিন আসবে
কেউ আমরা জানি না,
গুরুর চরণে সঁপে দাও সব
তিনিই পথ দেখাবেন আলো নিয়ে।

গুরুকে ভক্তি করো, সম্মান করো
অন্য মার্গে গুরুর অবস্থান,
তাঁর ভান্ডারের একটু পেলে
ধন্য হবে মানব জীবন।

BANGLADARSHAN.COM

গুরু তোরে যে ধন দিল
দুর্ভাগা তুই বুঝলি না
তোরে সোনা দিন না রূপা দিল
ওরে তুই পরখ করে দেখলি না।

গুরু বিনে পরম বন্ধু এই ভবে
আর আছেন কে আর,
গুরু জীবনতরীর কান্ডারী
আর ভবপারের কর্ণধার।

আত্মবিশ্বাস

ছাতা বৃষ্টি থামায় না,
তবে আমাদের সাহায্য করে
বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াতে,
আত্মবিশ্বাস সাফল্য নিয়ে আসেনা,
কিন্তু আমাদের শক্তি দেয় জীবনের প্রতি
ক্ষেত্রে লড়াই করতে॥

সুস্থ পরিবারের শিক্ষার পেলব বিদ্যার
অবয়বকে অলংকৃত করে রাখে,
সামাজিক কাঠামোর পরতে পরতে যে
ঘূর্ণায়মান পরিবেশ রয়েছে
তাকে আত্মস্থ করার শিক্ষা পেতে হয়
পরিবারের আভিজাত্য ও মূল্যবোধ থেকে॥

BANGLADARSHAN.COM

বিফল মনোরথ

সব যা ছিল আজ তা শূণ্য
পাড়ের কড়ি হাতে নাই রে,
ভবতরী পার হই কেমনে
মুর্শিদ উপায় বল আমারে।

ভিতরে সবই ভাঙাচোরা
বাইরে টা গোছানো বেশ,
ক্ষত যতই গভীর হোক
লুকানোই যে অভ্যেস।

ভবের মাঝে নিত্যদিন
চলছে কতই খেলা,
কদিনেই যে সাঙ্গ হবে
ভবের যত রঙ্গ লীলা।

জাগতিক বিষয় আশয়ে
বশীভূত হয় রে মন,
গুরুর চরণে ঠাঁই পেল না
লোভী এই অপাংক্তেয় জীবন।

BANGLADARSHAN.COM

বোধহীন জনঅরণ্য

যতই ঝড় আসুক আপনার জীবনে
ক্ষতির ভাবনায় হোয়ো না মগ্ন,
কিছু ঝড় আসে
অযথা জন্মে ওঠা আগাছা
পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য।

কাঠুরে কাঠ কাটে পেটের দানাপানির জন্য,
বনোচ্ছেদ তার মর্মে আঘাত হানলেও
করতে পারেনা অকর্মন্য।

মালীর নৈপুণ্য ফুলের বাহারে
ফুলের শোভায় ভ্রূক্ষেপ নগণ্য,
ঘরামি শত ঘর বানালেও
নিজঘরের ছিদ্র সারাতে করে কার্পণ্য।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনবোধের পরিধি জেনেও
জাগতিক সুখে জীবন করে ধন্য,
মরীচিকার পিছে ছুটতে ব্যস্ত
অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাই জনঅরণ্য।

সৃষ্টিকর্তা

মানুষ ভেবেছিল
পৃথিবীটা গড়বে যেন দিয়ে তাদের
শক্তি, ইচ্ছা, চিন্তা, মর্জি,
প্রকৃতি বুঝিয়ে দিল মৃদু হেসে
মানুষের ইচ্ছেগুলো সব ছিট কাপড়,
তিনিই আসল দর্জি।

গভীর অন্তঃকোণে ভাবনারা সব
এলোপাথারি এসে গেলে,
রুখতে হবে ইচ্ছাকলের শক্তি দিয়ে
নয়তো মানুষ পৃথিবীর কোলে নিশ্চিতভাবে পড়বে ঢলে।

এই তো সেদিন অট্টহাসিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়েছিল,
আজ যে তাই দর্জির দরজায় মাপ দিতে মানুষ লাইনে দাঁড়ালে॥

BANGLADARSHAN.COM

নতুন সকাল

সকালটা হোক ফুলের মতো
রূপে সুগন্ধে ভরপুর,
মনের ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক
মুঠো মুঠো রোদ্দুর,
সবার সাথে হেসে খেলে
হোকনা মনের কথা,
ভালোবাসার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায়
ঘুচুক সব মলিনতা।
দূর গগনে তাকিয়ে দেখি
আবীর রঙের মাখামাখি,
পাখীরা সব ডাকছে আমায়
আজ বেদনা তাদের ফাঁকি।
নদীর জলে ঢেউ উঠেছে
লিলুয়া বাতাস মনের পালে,
ভৈরব রাগের মূর্চ্ছনা মেশে
রবির কিরণে আজ সকালে।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষকে চেনো

অহংকার বলে দেয়
কত টাকা আছে,
মুখের ভাষা বলে দেয়
মানুষটা কেমন।

তক্কো বলে দেয়
জ্ঞান কতটা আছে,
স্পর্শ বলে দেয়
স্বভাব কেমন।

নজর বলে দেয়
ভাবনা চিন্তা কতটুকু,
পছন্দ বলে দেয়
ভবিষ্যত কেমন।

BANGLADARSHAN.COM

চলার ভঙ্গিতে বোঝা যায়
গভীরতা কতখানি,
সংস্কার বলে দেয়
পরিবার কেমন।

ধ্বংস

চেনার মাঝে অচেনা রূপ
লুকিয়ে কেমন থাকে,
চিনতে গিয়ে সারা জীবন
চলছি ধাঁধাঁর ফাঁকে।

সমুদ্রের কিনারায় বসে চাতকীর
দৃষ্টি জলের পানে,
নোনা জলে পিপাসা মেটেনা
প্রাণ বাঁচে কেমনে।

পাড় ভাঙ্গনের খেলায় মেতে
তরঙ্গের গুমোর ভারি,
সৃষ্টি সুখের উল্লাস নেই
ধ্বংসের পথে রাজার বাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

সহনীয়তা

আগুনে পোড়ালেও আমি
দহন জ্বালা সইতে পারি,
জলে নিক্ষেপ করলেও
ডুবে যাই না সহজে,
মাটিতে পুঁতে দিলেও
মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুরোদ্গাম ঘটে আমার,
বিষ খাইয়ে দিলেও
নীলকণ্ঠ হয়ে যাই অনায়াসে,
সমাধির বুকে সঞ্চিত দু ফোঁটা জলে
পিপাসা মেটাতে শিখেছি তোমার কাছে।

নদীর প্লাবনে ভেসে যায় না
এ পোড়া দেহ,
আগুনে ঝলসে ওঠেনা
এ কঠিন প্রাণ,
নির্ঝর স্বপ্নের ডানায় চড়ে
প্রবাল পেতে গভীর সমুদ্রে
ডুব দিতে মন্দ লাগে না,
মনেতে ভয় বাসা বাঁধেনা মিছে।

BANGLADARSHAN.COM

দুজনে ভাসি

মায়াবী এ গভীর রাতে
মন যেন আজ তোমার সাথে
দূরে যতই থাকনা প্রিয়ে
রেখেছি দুটি হাত তোমারই হাতে॥

মিশকালো অন্ধকার আকাশেতে
দুজনার স্বপ্নিল চোখ স্বপন দেখি একসাথে,
পিয়াসী এ মন বারে বারে চায়,
নিবিড় করে তোমায় কাছে পেতে॥

গভীর রজনী গভীর হতে হতে
মন পেয়ালার প্রেম চায় না ফুরাতে,
দূরে কেন প্রিয় কাছে এস মোর
মিলনের বাঁশির সুরে ভাসি দুজনাতে॥

BANGLADARSHAN.COM

অনুভূতি

আমরা এতোটা ধনী নই যে
গতকাল কে কিনতে পারবো,
আবার এতটাও বীর নই যে
আগামীকালকে বদলাতে পারবো।

স্পর্শানুভূতি আর স্পর্শ
কখনোই এক নয় বুঝি বলে,
আবেগতাড়িত আমরা সবাই
পুড়ে ছাই হই মনের অনলে।

পরিস্থিতির শিকার হয়ে
চলতে শিখি দুর্গম পথে,
মনের শক্তি আর সহ্য শক্তি
লক্ষ্যের দিকে শেখায় চলতে।

BANGLADARSHAN.COM

পথিক

এক টুকরো রুটির সন্ধানে
কেটে যায় দুই প্রহর,
পথ ও পথিক আজ
মিলে মিশে একাকার,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতর,
এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে
নাজেহাল পথিক ক্রমশঃ।

ক্ষিদের ঘরে আগল দিয়ে
কলম ধরে পথিক,
ধু ধু প্রান্তরে জীবনের রঙ
বিবর্ণ, ধূসর.....
বিশ্বের মাঝে নিজেকে
উজার করে দিতে গিয়ে
মুখ থুবড়ে পড়ে,
রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত হয় হৃদয়,
করেনা আফশোস॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥